তারিখ ২১ FEB 2016
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

ভাষা আন্দোলনে পটুয়াখালীর গৌরবময় ইতিহাস

শহীদ সালামের রক্তমাখা জামা তুলে ধরা হয় জনসভায়

■ নির্মল রক্ষিত; পটুয়াখালী প্রতিনিধি

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এই স্লোগানে সেদিন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলনের ঢেউ। বাংলা ভাষার দাবিতে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তৎকালীন মহকুমা শহর পটুয়াখালী। সে সময়ে এ এলাকার মানুষ শুধু পটুয়াখালীতেই নয় ঢাকায় অবস্থানরতরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেও পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। বায়ান্নের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা থেকে এখানে নিয়ে আসা ভাষা শহীদ সালামের রক্তমাখা জামা তুলে ধরা হয় এক জনসভায়। নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছেই এসব অনেক কথা আজও রয়ে গেছে অজানা। স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে ভাষা আন্দোলনে পটুয়াখালীর সেই গৌরবময় ইতিহাস।

সে সময় পটুয়াখালী ছিল বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। ১৯৫১ সালে আবদুল করিম মিয়াকে সভাপতি ও কবি খোন্দকার খালেককে সম্পাদক করে গঠিত হয় 'পটুয়াখালী মহকুমা ভাষা আন্দোলন কমিটি'। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের কোন একদিন শহরের নতুন বাজার এলাকার কাদের হাওলাদারের বাসায় গোপন বৈঠকে বসেন তারা। ঐ বৈঠকে যোগ দেন বরিশাল জেলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবুল হাসেম। কবি খোন্দকার খালেককে আহ্বায়ক ও জালাল উদ্দিন আহমেদকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় 'পটুয়াখালী মহকুমা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বায়ান্নের ২১ ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালীর সকল বিদ্যালয়ে ধর্মঘট ও শহরে হরতাল পালিত হয়। ঐদিন পটুয়াখালীতে খবর আসে ঢাকায় মিছিলে গুলি বর্ষণে শহীদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হওয়ার। উত্তেজনা দেখা দেয় এখানে। মহকুমা কমিটি জরুরি বৈঠকে বসে আজাদ ফার্মেসির দোতলায়। সিদ্ধান্ত হয় সভা, সমাবেশ, হরতাল ও গণজমায়েতের। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে ঢাকার সাথে পটুয়াখালীর যোগসূত্র রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন বাউফলের এবিএম আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আশরাফ হোসেন।

ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে শহরের আদালতপাড়া বড় মসজিদের পাশের মাঠে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে পটুয়াখালীতে প্রথম প্রকাশ্য জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এমদাদ আলী মোক্তার (পরে অ্যাডভোকেট হন তিনি)। ঐ সভায় বক্তৃতা করেন বিডি হাবিবুল্লাহ, এবিএম আবদুল লতিফ, আবদুল করিম মিয়া, আলী আশরাফ, সৈয়দ আশরাফ হোসেন প্রমুখ। এ সময় সৈয়দ আশরাফ হোসেন জনতার উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন ঢাকা থেকে নিয়ে আসা শহীদ সালামের রক্তমাখা জামা। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জনতা। রুদ্ররোষ তাৎক্ষণিকভাবে প্রশমিত করতে সভায় ঘোষণা দেয়া হয় ৩ মার্চ (মতান্তরে ৪ মার্চ) শহরে হরতাল, বিক্ষোভ ও জুবিলী স্কুল মাঠে গণজমায়েত কর্মসূচির।

মহকুমা প্রশাসনের টনক নড়ে কর্মসূচি ঘোষণায়। তারা ঐ কর্মসূচি বানচালে তৎপর হয়ে ওঠে। হুলিয়া জারি করে সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে। তারা নিরাপদ অবস্থানে থেকে প্রস্তুতি নেয় কর্মসূচি সফল করার। কর্মসূচির আগের দিন প্রত্যুষে কবি খোন্দকার খালেকের লেখা 'রক্ত শপথ' একটি লিফলেট ছড়িয়ে দেয়া হয় শহরের সর্বত্র। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে মোতায়েন করা হয় দাঙ্গা পুলিশ। ছাত্র-জনতার ঢল নামে শহরে। সে সময়ের স্মরণকালের বৃহৎ জমায়েত হয় জুবিলী স্কুল মাঠে। জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। নেমে পড়ে রাস্তায়। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ বাধ্য হয় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে। পালিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল।

এই মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে সিদ্ধান্ত হয় পটুয়াখালীতে একটি পাঠাগার স্থাপনের। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভে সে সুযোগ আসে। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িতরা ঐ বছর ১৭ এপ্রিল নতুন বাজার পুরান স্টিমার ঘাটের সৈজদ্দিন মিয়ার দোতলায় শহীদ স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন যুক্তফ্রন্টের এমপিএ আবদুল করিম মিয়া ও সম্পাদক হন জালাল উদ্দিন আহমেদ। ভাষা শহীদদের স্মারক পটুয়াখালীর ঐতিহ্য এই শহীদ স্মৃতি পাঠাগার। পরে ১৯৬৩ সালে পটুয়াখালী সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে জেলার প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মিত হয়। পরে স্থানীয়দের দান-অনুদানে ১৯৮৮-৮৯ সালে পটুয়াখালী পৌরসভা চত্বরে নির্মিত হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।